জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – আগষ্ট ২০১০/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* মাওবাদি এবং নেপালের সশস্ত্র বাহিনীতে নতুন সদস্যগ্রহণের ব্যাপারে জাতিসংঘের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ
* নাগাসাকি ভ্রমণকালে পারমানবিক অস্ত্র ধবংসের জন্য বান কিমুনের আহ্বান
* আলোচনা শেষে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রধানের আরও পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান
* গাজা ফ্লোটিলা ঘটনার জন্য জাতিসংঘ প্রধানের তদন্ত প্যানেল ঘোষণা

মাওবাদি এবং নেপালের সশস্ত্র বাহিনীতে নতুন সদস্যগ্রহণের ব্যাপারে জাতিসংঘের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

৩ আগস্ট– নেপালে অবস্থিত জাতিসংঘ মিশন আজ জাতীয় সেনাবাহিনী ও মাওবাদি সেনাবাহিনী কর্তৃক নতুন সদস্য নিয়োগের পরিকল্পনা করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে, যা দেশটিতে দশকস্থায়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষে ২০০৬ সালে গৃহীত শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে।

ইউএনএমআইএন (UNMIN) নামে পরিচিত মিশনটি উল্লেখ করে যে, যেকোন একটি বাহিনীতে নতুন সদস্য গ্রহণ করা হলে তা দু'টি সংগঠনের মধ্যে অস্ত্রচুক্তিকেও লঙ্ঘন করবে। এই চুক্তি নেপালের শান্তি প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে করা হয়েছিল, যার কাজ ছিল মাওবাদি এবং নেপালের সশস্ত্র বাহিনীতে অস্ত্র এবং অস্ত্রবহনকারী ব্যাক্তিদের তদারকি করা, এবং অস্ত্রবিরতি কার্যক্রম তদারকি সহায়তাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মিশনটি একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করে যে, "এই অবস্থায় UNMIN-এর অবস্থান হলো যে যে কোন একটি বাহিনীতে নতুন সদস্য গ্রহণ করা হলে তা সামগ্রিক শান্তি এবং অস্ত্র ও সামরিক বাহিনী ব্যবস্থাপনা চুক্তি (AMMAA)কে হুমকির মুখে ফেলবে উল্লেখ করছে।"

মিশনটি পুনউল্লেখ করে যে, যেকোন সদস্যনিয়োগ, তা শূন্য পদ পুরণের জন্য হলেও অস্ত্রচুক্তি অনুসারে নিষিদ্ধ, যদি না দু'টি পক্ষই এ ব্যাপারে সম্মতিতে পৌছায়।

এত আরো উল্লেখ করা হয় যে, প্রস্তাবিত কোন সদস্য নিয়োগের বিষয়টি যুগ্ম পরীক্ষণ ও সমন্বয়করন পরিষদ (জেএমসিসি), যা মাওবাদি এবং নেপালের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত এবং UNMIN সভাপতিত্ব করছে. এবং AMMA কে সাথে নিয়েচুক্তি মেনে চলার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করছে তাদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

UNMIN নেপালের সরকার এবং ইউনিফাইড কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (ইউপিএন-এম) কে "সম্পাদিত শান্তিচুক্তিকে সম্মান করা এবং এ ব্যাপারে আস্থা নিয়ে কাজ করা"র উপদেশ দিয়ে চিঠি দিয়েছে।

নাগাসাকি ভ্রমণকালে পারমানবিক অস্ত্র ধবংসের জন্য বান কিমুনের আহ্বান

৫ আগস্ট – জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন আজ নাগাসাকির পারমানবিক বোমার আঘাতে নিহতদের জন্য সম্মান প্রদর্শন করেন, যা জাপানী শহরটিতে তার আবেগঘন সফরে পারমানবিক বোমার নিষিদ্ধকরণের প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করেছে।

নাগাসাকির হাইপোসেন্টার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করার সময় তিনি বলেন, "এ সকল অস্ত্রের পুনঃব্যবহার বন্ধ নিশ্চিতকরণের একমাত্র উপায় হলো এগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা।"

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং তার তিনদিন পর নাগাসাকিতে আক্রমণ করা হলে এর পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তা ও বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট কম্পন ও তাপীয় তেজস্ক্রিয়তায় ২ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে এসব বোমার প্রভাবে ৪ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে এবংএখনও মারা যাচ্ছে।

মহাসচিব বলেন নাগাসাকির হাইপোসেন্টার সৌধটি বোমার আঘাতের ভৌগলিক অবস্থান নির্দেশনা ছাড়াও আরো অনেক কিছু বহণ করে।

তিনি বলেন, "এই সৌধটি যেকোন জনসমষ্টির উপর আর কখনও যাতে এরকম ধ্বংসযজ্ঞ না চালানো হয় তার পক্ষে আমাদের প্রত্যয়কে ব্যাক্ত করে।

নাগাসাকিতে ভ্রমণকালে জনাব বান ৮৪ বছর বয়স্ক কিযুন সুন গিয়ুম নামক একজন হিবাকুশা, বা বোমার আঘাতের শিকার এক ব্যাক্তির সাথে দেখা করেন, যিনি ৫ বছর বয়সে কোরীয়া থেকে জাপানে আসেন।

তিনি সুমিতেরুমু তানিগুচির সাথেও দেখা করেন, যিনি এখন ৮১ বছর বয়স্ক এবং ১৬ বছর বয়সে বোমার আঘাতে তার শরীরের পেছনের পুরো অংশ ঝলসে যায়।

বোমাবর্ষণের স্থান থেকে কিছু দুরে উরাকামি গির্জায় তিনি বলেন, "তাদের ক্ষতগুলো ছিল ভয়াবহ , সংযম ছিল অচিন্তনীয়। শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য তাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহারের প্রয়াস সত্যিই সম্মানজনক ও আশাপ্রদায়ক।"

মহাসচিব বলেন সকল পারমানবিক অস্ত্র ধ্বংসের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে তাদের নিজ নিজ সরকারের কাছে বলতে হবে, "আর নয় পারমাণবিক অস্ত্র"।

এসকল অস্ত্রকে কনভেনশন বা পারস্পারিক পুনঃপ্রায়োগিক চুক্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হবে বলে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

"আমি সকল রাষ্ট্রকে পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমার পাঁচ দফা পরিকল্পনাকে সমর্থনের জন্য এবং পারমানবিক বোমার ব্যাপারে যথাশীঘ্র একটি পারমানবিক অস্ত্র চুক্তি তৈরীর পক্ষে আলোচনার আহ্বান জানাই।"

জনাব বানের পরিকল্পনায় নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য যাচাইএর মাধ্যমে পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণএবং প্রচলিত অস্ত্রের উপর স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো তৈরীর সুপারিশ করা হয়েছে।

"আমাদের পৃথিবীতে এরকম অস্ত্রের জন্য কোন স্থান থাকতে পারেনা।"

নাগাসাকিতে তিনি বোমায় আঘাতপ্রাপ্ত কোরীয়ানদের জন্য নির্মিত একটি সৌধও পরিদর্শন করেন। বোমায় আঘাতে নাগাসাকিতে প্রায় ২০০০ এবং হিরোশিমায় ২০,০০০ জন কোরীয়ান মৃত্যুবরণ করেন।

আজ নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা জাদুঘরও পরিদর্শনকালে জাতিসংঘ প্রধান বলেন, "একজন কোরীয়ান হিসেবে আমি হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টির কাছে এরকম সৌধ নির্মাণের জন্য কৃতজ্ঞ।"

" জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে, পৃথিবীর একজন নাগরিক হিসেবে এই সৌধগুলোকে আমি দুর্যোগাবস্থায়- তা ৬৫ বছর পুর্বে বা আজই হোক, মানুষের ঐক্যের এক ইচ্ছাপত্র হিসেবে দেখতে পাই।"

আগামীকাল জনাব বান জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব হিসেবে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার আঘাতের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শান্তি সভায় অংশগ্রহণ করবেন।

আলোচনা শেষে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রধানের আরও পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান

৬ আগস্ট- জাতিসংঘের একজন সিনিয়র কর্মকতা আজ বলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক আলোচনা যে অগ্রগতি হয়েছে এবং এখন বিভিন্ন দেশের সরকারসমুহকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে এ বছরে একটি স্থায়ী চুক্তিতে পৌছানো যায়।

ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) এর নির্বাহী সচিব ক্রিস্টিয়ানা ফিগুয়েরেস কানকুনে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সম্মেলনকে সামনে রেখে বলেন যে দেশগুলোকে আলোচনার টেবিলে তাদের পছন্দগুলোকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে হবে।

মেক্সিকোর শহরটিতে তিনি বলেন, "বিভিন্ন দেশকে কার্যকরী পদক্ষেপ, যেমন জলবায়ু অর্থের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি স্থানান্তর ত্বরান্বিত করার দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য বিশেষ করে দরিদ্র ও বিপদের সম্মুখীন দেশগুলোতে দক্ষতা তৈরীর জন্য সম্মতিতে আসা প্রয়োজন।"

মিস ফিগুয়েরেস বলেন কানকুনের অগ্রগতিএই প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে একটি আইনগত অবস্থানসহ সম্মতিতে পৌঁছানোর জন্য একটি নির্দেশনা জ্ঞাপন করবে, যা আরও সময়ের প্রয়োজন।।

তিনি সরকারসমুহকে এখন এবং নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সভার মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্তরে আপস মীমাংসার আহ্বান জানান। আগামী মাসে জেনেভা ও নিউ ইয়র্কে উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে, যার পরবর্তীতে অক্টোবরে চীনের তিয়ানজিনে ইউএনএফসিসি এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ইউএনএফসিসি এর প্রধান বলেন, "এই সপ্তাহটি সরকারগুলোকে তাদের নিজেদের অবস্থান তুলে ধরার শেষ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তিয়ানজিনে তারা তাদের দলগত অবস্থান প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন।"

আজ শেষ হওয়া সপ্তাহব্যাপী এই বন সম্মেলনে ১৭৫টি দেশের প্রায় ১,৭০০ জন লোক অংশগ্রহণ করেন।

গাজা ফ্লোটিলা ঘটনার জন্য জাতিসংঘ প্রধানের তদন্ত প্যানেল ঘোষণা

২ আগস্ট– আন্তর্জাতিক নৌপথ দিয়ে গাজা অভিমুখে মানবিক ত্রাণ সামগ্রীসহ ৬টি জাহাজের বহরে ইসরায়েলী বাহিনীর ৩১শে মে-এর আক্রমণের ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব আজ একটি প্যানেল ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য গত ২ মাস ধরে ব্যাপক তৎপর জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, "এটি একটি নজিরবিহীন অগ্রগতি।" এই ঘটনায় ৯জন বেসামরিক লোকের প্রাণহানী সহ আরো ৩০জন আহত হয়। তুরস্কের রেজিস্টারকৃত তিনটি আহাজ নিয়ে গঠিত এই সাহায্যধর্মী নৌবহরটি গাজায় মানবিক সেবা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছিলো। হামাস কর্তৃক ২০০৭ সালে ফিলিস্তিনের ক্ষমতা দখলের পর নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ইসরায়েল গত তিন বছর ধরে গাজা অঞ্চলটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

প্যানেলটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জিওর্ফে পালমার এবং উপ-প্রধান হিসেবে কলম্বিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আলভেরো উরিবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

প্যানেলটিতে ইসরায়েল এবং তুরস্ক থেকে আরো দু'জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ১০ই আগস্ট থেকে তারা কাজ শুরু করবেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে প্যানেলটি তাদের অগ্রগতির প্রতিবেদনটি পেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় ভিত্তিক এই প্যানেলটি অপরাধ তদন্তের কাজে নিয়োজিত থাকবে না বলে জাতিসংঘের মুখপাত্র মার্টিন মেসেরকাই ব্যাখ্যা দান করেন।

তিনি বলেন, "এই প্যানেলে গাজার ঘটনার সাথে সংশিস্নষ্ট বিভিন্ন তথ্য ও কারণ অনুসন্ধান, পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় পন্থাগুলো সুপারিশ করা হবে।" এই ঘটনার ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় তদন্ত পুনর্নিরীক্ষণের দায়িত্ব প্যানেলটি বিশেষভাবে পালন করবে বলে তিনি জানান।

মুখপাত্র আরো বলেন যে, প্যানেলটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর জাতিসংঘ মহাসচিব তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

জনাব বান ইসরায়েল এবং তুরস্কের নের্তৃবৃন্দকে তাদের "মীমাংসা অভিমুখী এবং পারস্পারিক সহযোগীতার মনোভাবের" জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আজকের সমঝোতা চুক্তি দু'দেশের সম্পর্ক এবং মধ্যপ্রাচ্য এর সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করবে।

এই প্যানেলের পাশাপাশি মে আসে সংঘটিত এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গের জন্য জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি দল গঠন করেছে। ত্রিনিদাদ টোবাগোর বিচারক কার্ল টি. হাডসন ফিলিপ, যুক্তরাজ্যের স্যার ডেসমন্ড ডি সিলভা এবং মালয়েশিয়ার মেরী শান্তি দাইরিয়ামকে নিয়ে গঠিত এই দলটি গত মাসে গঠন করা হয় এবং সেপ্টেম্বরে তাদের প্রতিবেদন কাউন্সিলের কাছে পেশ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

** ** **